পরম-স্বরূপ

যে স্থলে স্বরূপেরও পূর্ণতম বিকাশ এবং সমস্ত শক্তিরও পূর্ণতম বিকাশ, সে স্থলেই পরম-স্বরূপত্বের অভিব্যক্তি। তত্ত্ব-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বরূপ হইলেও লীলানুরোধে তাঁহার স্বরূপ শক্তি যখন অনাদিকাল হইতেই স্বতন্ত্র বিগ্রহ ধারণ করিয়া বিরাজিত এবং মূর্ত্তিমতী স্বরূপ-শক্তির বিগ্রহ শ্রীরাধাতেই যখন স্বরূপ-শক্তির শ্রেষ্ঠতমা-বৃত্তি-হ্লাদিনীর পূর্ণতম বিকাশ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া তিনি যখন স্বরূপ-শক্তির অন্যান্য বৃত্তিসমূহেরও অধিষ্ঠাত্রী—তখন শ্রীরাধাতেই স্বরূপ-শক্তির পূর্ণতম-অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাই শ্রীরাধা পূর্ণতমা শক্তি। আর এই শক্তিরই শক্তিমান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পূর্ণতম শক্তিমান্। পূর্ণতমা শক্তির সহিত পূর্ণতম শক্তিমানের মিলনেই পরম-স্বরূপত্বের অভিব্যক্তি। তাই যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ।

রসস্বরূপত্বের বিকাশে পরম-স্বরূপত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম হইলেও যখন যেরূপ শক্তির সাহচর্য্যে লীলা করেন, তখন তদনুরূপ ভাবেই তাঁহার ভগবত্তার বিকাশ হইয়া থাকে। যখন তিনি সখাদের সঙ্গে থাকেন, কি যশোদামাতার কোলে থাকেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্য দেখিয়া মদন মূর্চ্ছিত হয় না; মহাভাববতী গোপীদিগের সঙ্গে যখন থাকেন, তখনও তাঁহার মাধুর্য্য দেখিয়া মদন মূর্চ্ছিত হয় না; কিন্তু সেই তিনিই যখন মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার নিকট থাকেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিকাশের অসমোর্দ্ধতায় মদন একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। অখণ্ড-রস-বল্লভা শ্রীমতী রাধারাণীর সাহচর্য্যে চিদানন্দঘনবিগ্রহ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ডরস-স্বরূপত্বেরই পূর্ণতম বিকাশ—রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসিকেন্দ্র-শিরোমণিত্বেরই পূর্ণতম-অভিব্যক্তি। তাই রসের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ।

প্রশ্ন হইতে পারে, যে স্বরূপে কেবল রস-স্বরূপত্বেরই পূর্ণতম বিকাশ, তাহাকে পরম-স্বরূপ বলা সঙ্গত কি না? তাঁহাতে অন্য বিষয়ের পূর্ণতম বিকাশ আছে কি না? যদি না থাকে, তাহা হইলে তিনি কিরূপে পরম-স্বরূপ হইবেন?

ক্রিয়াশক্তির পর্য্যবসান রসস্বরূপত্বে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি শ্রীবলরামে। ক্রিয়া-শক্তির অভিব্যক্তি বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীবলরাম চিচ্ছক্তির সহায়তায় অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন ভগবদ্ধাম এবং প্রত্যেক ধামে প্রয়োজনীয় লীলার উপকরণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ধামাদি ও লীপোপকরণাদি হইল ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তিরই ফল; কিন্তু এই ধামাদি-প্রকাশের তাৎপর্য্য—কেবল লীলার আনুকূল্য করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। লীলা আবার পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বেরই নিজস্ব বস্তু; সুতরাং ভগবদ্ধামাদিতে ক্রিয়াশক্তির যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাও পরব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বের বিকাশেই পর্য্যবসিত হয়।

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ সৃষ্টিকার্য্যে। লীলাবশতঃই এই সৃষ্টি—তাহা "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে; সুতরাং সৃষ্টি-ব্যাপারে ক্রিয়া-শক্তির যে অভিব্যক্তি, তাহারও পর্য্যবসান লীলাতে—যদ্দ্বারা রস-স্বরূপত্বেরই বিকাশ সূচিত হয়। ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে বহির্ম্মুখ জীব আসিয়াছে—আদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্ত; অদৃষ্ট-ভোগে কর্ম্মফলের নিবৃত্তি ঘটিলে—অথবা তৎপূর্ব্বেও—জীব এই সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডেই সাধন-ভজনের সুযোগ পাইতে পারে; সাধন-ভজনের ফলে ভগবৎ-কৃপায় জীব ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারে—এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডেই। যখন জীব ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিবে, তখন লীলার আনুকূল্য-বিধানরূপ সেবাই তাহার ভাগ্যে ঘটিবে। সুতরাং জীবের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায়—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে পরব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তির যে অভিব্যক্তি, তাহারও পর্য্যবসান—বহির্ম্মুখ জীবকে ভগবৎ-পার্ষদত্ব-দানে, সুতরাং—লীলায় বা পরব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বের অনুরূপ কার্য্যে।

এইরূপে দেখা গেল, ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি শ্রীবলরামে হইলেও, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বের অনুকূল।

ঐশ্বর্য্যশক্তির পর্য্যাবসানও রসস্বরূপত্বে। মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশেই রসস্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ। কিন্তু, তাহা বলিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ব্রজে যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ নাই, তাহা নহে। ব্রজে মাধুর্য্যের ন্যায় ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। তবে ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিসিঞ্চিত, সম্যক্‌রূপে পরিমণ্ডিত। তাই এই ঐশ্বর্য্যও পরম আস্বাদ্য। ব্রজের ঐশ্বর্য্যে ভীতি নাই, ত্রাস নাই সঙ্কোচ নাই। ব্রজে আনন্দ-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া এবং আনন্দ-স্বরূপত্বই ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য—পরম-স্বাতন্ত্র্য। ঐশ্বর্য্যের এখানে প্রাধান্য নাই; এখানে ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অনুগত। অনুগত বলিয়া মাধুর্য্যের পুষ্টিসাধনরূপ সেবাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের কার্য্য। মাধুর্য্যের বা রসের পুষ্টির জন্যই ব্রজে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ। কিন্তু ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যমণ্ডিত বলিয়া এবং মাধুর্য্যেরই অনুগত বলিয়া মাধুর্য্যের অন্তরালেই তাহার বিকাশ; তাই বৈকুণ্ঠের ন্যায় ব্রজে ঐশ্বর্য্যের অনাবৃত বিকাশ নাই এবং এজন্যই ঐশ্বর্য্যকে ঐশ্বর্য্য বলিয়া ব্রজে কেহ চিনিতে পারে না। চিনিতে পারিলে রসের পুষ্টি সাধিত হইত না, মাধুর্য্যের বিকাশই বরং প্রতিহত হইত। ঐশ্বর্য্যও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হইল—তাঁহার আস্বাদনীয় লীলারসের মাধুর্য্যের পরিপুষ্টিসাধন, যাহাতে তাঁহার রসস্বরূপত্ব পূর্ণসার্থকতা লাভ করিতে পারে। ঐশ্বর্য্য তাহাই করে বলিয়া ব্রজে ঐশ্বর্য্যশক্তির পর্য্যবসানও রসস্বরূপত্বে।

রসস্বরূপত্বেই পরব্রহ্মের পর্য্যবসান। অন্য যে কোনও বিষয়ের আলোচনাদ্বারাও দেখা যাইবে—সমস্তেরই পর্য্যবসান পরব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বে। রস-স্বরূপত্বেই তাঁহার পরম-স্বরূপ। সুতরাং রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশেই তাঁহার পরম-স্বরূপত্বের বিকাশ। তাই যুগলিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ।